



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি**

জুলাই ১, ২০১৫ - জুন ৩০, ২০১৬

## সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিকচিত্র .....	৩
প্রস্তাবনা .....	৪
সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি .....	৫
সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) .....	৬
সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ .....	৭
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) .....	১৩
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি .....	১৪
সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা .....	১৬

**মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র**  
**(Overview of the Performance of the Ministry/Division)**

**সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**

**সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:**

যুবদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে যুবদের উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ দান, প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা ও আত্মকর্মসংস্থানের নিমিত্ত গত ৩ (তিন) বছরে সারাদেশে ৫,৫৪,৭৫৯ জনকে প্রশিক্ষণ, ২৬২.৯৯ কোটি টাকা প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ বিতরণ এবং ৫৪,৫৬৪ জন যুবক ও যুবমহিলাকে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা হয়েছে। ক্রীড়ার মানোন্নয়নে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষকের মাধ্যমে ১৪,৯৯৪ জন খেলোয়াড়কে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ১৪১০টি জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ১৩০টি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ৩৪৯টি স্বর্ণ, ২৭২টি রৌপ্য ও ২৫৫টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করা হয়েছে। এ সময়ে ক্রীড়ায় ৪৭টি নতুন জাতীয় রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ১২৫৬ জন দুস্থ ক্রীড়াবিদকে ১৮৩.৫০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৫ মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাস হয়েছে।

**সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:**

যুব জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান; এ ক্রমবর্ধমান যুবসংখ্যাকে যুবশক্তিতে রূপান্তর করা একটি চ্যালেঞ্জ। দেশের যুবশক্তিকে আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলাসহ আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ট্রেড নির্বাচন, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষিত যুবদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে দক্ষ যুবশক্তি হিসাবে রপ্তানি করা একটি চ্যালেঞ্জ। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ক্রীড়াবিদ তৈরি করা একটি চ্যালেঞ্জ। কারণ আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুন প্রশিক্ষণার্থীগণ দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমাপ্ত না করে ঝড়ে পড়ে। এতে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হয়। ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান ও স্থাপনা নির্মাণে বিভিন্ন ফেডারেশন, এসোসিয়েশন/ক্রীড়া সংস্থা ও স্টেক হোল্ডারদের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। এতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়।

**ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:**

শিক্ষিত বেকার যুবদের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের জন্য সারাদেশে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। দেশ-বিদেশের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করে যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। বিকেএসপিতে প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি হতে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের জন্য ভর্তিকৃত খেলোয়াড়ের সংখ্যা ৭২% হতে বাড়িয়ে ১০০% এ উন্নীত করা হবে। বিভিন্ন ফেডারেশন, এসোসিয়েশন ও ক্রীড়া সংস্থার মানোন্নয়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় সৃষ্টি ও ক্রীড়া স্থাপনার উন্নয়ন করা হবে।

**২০১৫-১৬ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:**

- ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির মাধ্যমে ৩৪,৯০১ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
- দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে মোট ৩,১৭,২৪২ জন যুবক-যুবমহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি হতে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের জন্য বিকেএসপিতে ভর্তিকৃত খেলোয়াড়ের সংখ্যা ৭২% হতে বাড়িয়ে ৮০% এ উন্নীত।
- ১৬৩৩০ জন ক্রীড়াবিদকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ১০ জন শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদকে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান।
- উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে খেলাধুলার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য ৫০টি নতুন স্থাপনা নির্মাণ এবং ৩৫টি ক্রীড়া স্থাপনা মেরামত ও সংস্কার।

## উপক্রমণিকা (Preamble)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর মধ্যে ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসের ১১ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

